স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় পরিদর্শন

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা, বৃহস্পতিবার, ২ শ্রাবণ ১৪২১, ১৭ জুলাই ২০১৪

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, সচিব ও কর্মকর্তাবৃন্দ,
সুধিমন্ডলী,

আসসালামু আলাইকুম।

স্থানীয় সরকার বিভাগ:

স্থানীয় সরকার বিভাগ মূলতঃ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন) সম্পর্কিত বিষয়াবলী ও গ্রামীণ অবকাঠামো, নিরাপদ পানি সরবরাহ এবং নগর উন্নয়নে দায়িত্ব পালন করে থাকে। তাই এ বিভাগটি আমাদের জনকল্যাণমুখী সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

আপনারা জানেন, রূপকল্প ২০২১ অনুযায়ী স্থানীয় সরকার বিভাগের লক্ষ্যগুলো হচ্ছে:

- দেশের সকল মানুষের জন্য নিরাপদ পানির ব্যবস্থা করা;
- প্রতিটি বাড়ীকে স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ব্যবস্থার আওতায় আনা;
- সরকারী সেবা প্রদানের প্রত্যেক স্তরে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা।

এছাড়া নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৪ তে স্থানীয় সরকার সম্পর্কিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গীকার রয়েছে। যা আমরা ধাপে ধাপে বাস্তবায়ন করবো। এর মধ্যে আছে:

- রাষ্ট্র পরিচালনায় এবং জাতীয় উন্নয়ন কর্মকান্ডে জনগণের ক্ষমতায়ন ও অধিকতর অংশগ্রহণের লক্ষ্যে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করা হবে। বর্তমান কেন্দ্রীভূত প্রশাসনিক কাঠামো গণতান্ত্রিক পুনঃবিন্যাসের মাধ্যমে জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদের কাছে অধিকতর ক্ষমতা ও দায়িত্ব অর্পণ করা হবে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আইন-শৃঙ্খলা, অবকাঠামো উন্নয়ন, সামাজিক নিরাপত্তাসহ বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচী স্তর বিন্যাসের মাধ্যমে স্থানীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত করা হবে।
- সকলের জন্য আর্সেনিকমুক্ত নিরাপদ পানি, প্রতি বাড়ীতে স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে।
- সারাদেশের জন্য পরিকল্পিত নগরায়ন ও শহরগুলোতে নাগরিক সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা হবে।

এছাড়া গ্রাম-ইউনিয়ন-উপজেলা সদরকে সড়ক নেটওয়ার্কে সংযুক্ত করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের অঙ্গীকার রয়েছে।

সরকারের এ সমস্ত অঙ্গীকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগকে নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করতে হবে।

ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনগুলোতে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সকল উন্নয়ন পরিকল্পনা তাদের মাধ্যমে গৃহিত ও বাস্তবায়িত হচ্ছে। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের এক-তৃতীয়াংশ নারী। ফলে নারীরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সরাসরি সম্পৃক্ত হতে পারছে। নারীর ক্ষমতায়ন হয়েছে।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোতে সরকার সামর্থ্য অনুযায়ী অর্থ বরাদ্দ করছে। সেবা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এ বরাদ্দ যথেষ্ট নয়। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিজস্ব আয় বৃদ্ধির উদ্যোগ নিতে হবে। স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রেও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছে। বিগত পাঁচ বছরে ২৫ হাজার ৪৭৯ কিলোমিটার সড়ক নির্মাণ এবং ৩৮ হাজার ৪৪৮ কিলোমিটার সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে। ১ লক্ষ ৪৩ হাজার ৭৫১ মিটার সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে এবং ৬৩ হাজার ৩৮৬ মিটার সেতু ও কালভার্ট রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে। সরকার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নে ক্রমাগত বরাদ্দ বৃদ্ধি করছে। এসব কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে।

সরকার ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনায় ওয়াসার মাধ্যমে পানি সরবরাহ করছে। পৌরসভাগুলোতে নিজস্ব উদ্যোগে তা করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে গ্রামাঞ্চলে প্রায় ৯৫% জনগোষ্ঠী এবং শহর এলাকায় ৯৯% জনগোষ্ঠী নিরাপদ পানি সরবরাহের আওতায় এসেছে। ২০১৬-১৭ সময়ের মধ্যে সকল জনগোষ্ঠী নিরাপদ সরবরাহের আওতায় আসবে বলে আমরা আশা করি।

বর্তমানে ৯৯% জনগোষ্ঠী নিরাপদ স্যানিটেশনের আওতায় এসেছে। এক্ষেত্রে জনগণের সচেতনতার কোন বিকল্প নেই।

বাংলাদেশে দ্রুত নগরায়ণ হচ্ছে। বর্তমানে এক-তৃতীয়াংশ জনগোষ্ঠী নগরবাসী। এ জনগোষ্ঠীকে সেবা প্রদানের জন্য সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাগুলো কাজ করছে। নগর অবকাঠামো উন্নয়নে সরকারী বরাদ্দ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে বিদ্যমান চাহিদার ক্ষেত্রে এ বরাদ্দ পর্যাপ্ত নয়। এ কারণে সিটি কর্পোরেশনগুলোর নিজস্ব আয় বাড়ানোর উদ্যোগ নিতে হবে।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে ইতোমধ্যে ৩ লক্ষ ৮২ হাজার হেক্টর জমি সেচের আওতায় আনা হয়েছে। ২০২১ সালের মধ্যে আরও ৩ লক্ষ ৮৮ হাজার হেক্টর জমিকে সেচের আওতায় আনার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতিতে নারীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এক লক্ষ নারীকে প্রশিক্ষণসহ ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা হয়েছে।

স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার ক্রমাগত অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধি করে যাচ্ছে। ২০০৯-১০ অর্থবছরে এ বিভাগের বাজেট ছিল ৮ হাজার ২১২ কোটি টাকা। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ১৫ হাজার ৪৬৮ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। পাঁচ বছরে বরাদ্দ প্রায় দ্বিগুণ বেড়েছে। এ অর্থ সঠিকভাবে জনকল্যাণে ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে। বাস্তবায়নের প্রতিটি স্তরে মনিটরিং জোরদার করতে হবে।

দেশের দারিদ্র্য বিমোচন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আমি আশা করি, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও সরকারী কর্মচারীরা সম্মিলিতভাবে এ দায়িত্ব পালন করবেন। জনগণের সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করবেন।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ:

আমাদের একটি সম্ভাবনাময় খাত হচ্ছে সমবায়। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গ্রাম সমবায় নিয়ে কাজ শুরু করেছিলেন। গ্রামে-গঞ্জে মেহনতী মানুষের যৌথ মালিকানায় সম্পদ সৃষ্টি ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বিস্তারের প্রয়াস নিয়েছিলেন।

জাতির পিতা সদ্যস্বাধীন দেশের পবিত্র সংবিধানে সমবায়কে অন্তর্ভুক্ত করেন। সম্পদের সুষ্ঠু-বন্টন ও দারিদ্র্য বিমোচনের অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে সমবায়কে চিহ্নিত করেন। সুনির্দিষ্টভাবে মালিকানার খাত সৃষ্টি করেন। সুপ্ত ও সম্ভাবনাময় গ্রামীণ শক্তিকে জাগাতে উৎসাহিত করেন। সমবায়কে যেন কোন কোটারী স্বার্থ ধ্বংস করতে না পারে, সেজন্য তিনি সকলকে সতর্ক করেন।

জাতির পিতা ১৯৭৩ সালে ''সমবায় দুগ্ধ প্রকল্প'' গ্রহণ করেন। দেশে দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধি ও উৎপাদনকারী কৃষকদের স্বার্থ সংরক্ষণে ১৩ কোটি ১২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা স্থাপন করা হয়। যা বর্তমানে মিল্ক ভিটা নামে পরিচিত।

দেশের বিভিন্ন এলাকায় উদ্যোগী যুব সমাজ সমবায়ের মাধ্যমে তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সফলতা লাভ করছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। আমি আশা করি, নারী ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের জন্য কার্যকর সমবায় ভিত্তিক সংগঠন গড়ে উঠবে।

সমবায় ব্যাংকের কার্যক্রমকে আরও গতিশীল ও শক্তিশালী করতে হবে।

সমবায়কে সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করতে হবে। সমবায়ের নামে কেউ যাতে প্রতারণা করতে না পারে তা নিশ্চিত করতে হবে।

আমরা গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আয়বর্ধনমূলক কর্মসংস্থান, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, সমবায়ভিত্তিক ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপনের জন্য সহজ শর্তে মূলধন যোগান দিচ্ছি। ক্ষুদ্রঋণ দিচ্ছি। প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছি। অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করেছি। দুর্গম এলাকা, চরাঞ্চল ও দারিদ্র্যপীড়িত এলাকাগুলোতে বিশেষ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

সহকর্মীবৃন্দ,

বর্তমান সরকার নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী দারিদ্র্য বিমোচন ও ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছে। এ জন্য গ্রামগুলোকে সকল উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করা হয়েছে। ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্র চালু করা হয়েছে।

আমরা দারিদ্র্যের হার প্রায় ২৫ শতাংশে নামিয়ে এনেছি। এজন্য আমরা বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হয়েছি।

দরিদ্র মানুষের আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আয়বৃদ্ধিমূলক পেশা নির্বাচন ও বিকল্প আয়ের উৎস সৃষ্টির জন্য ‘‘একটি বাড়ি একটি খামার’’ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

এ প্রকল্পের আওতায় দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসরত ১ কোটি পরিবারের প্রায় সাড়ে চার কোটি মানুষকে পর্যায়ক্রমে দারিদ্র্যমুক্ত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

জমির স্বল্পতা, জলবায়ু পরিবর্তন এগুলো বাস্তবতা। তা সত্ত্বেও আমাদেরকে কৃষি উৎপাদন বাড়াতে হবে। গ্রামের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে হবে। এজন্য পল্লী উন্নয়ন একাডেমিগুলোতে প্রায়োগিক গবেষণা করতে হবে।

দেশের টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক অব্যাহত উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে। জনগণের মুখে হাসি ফুটাতে হবে। তাহলেই এদেশের লাখো শহীদের রক্তের ঋণ শোধ হবে। জাতির পিতার সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন পূরণ হবে। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য সকলকে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে একসাথে কাজ করতে হবে।

সকলকে ধন্যবাদ।

খোদা হাফেজ।

জয়বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...